ব্রি ধান৫১

বন্যা হলে ভয় নাই
ব্রি ধান৫১ আছে তাই।

ফ্যাক্ট শীট: আমন ধানের জাত

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৫১

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের যৌথ সহযোগিতায় এই জাতটি উদ্ভাবন করে। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেশের আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে ১০ থেকে ১৫ দিন জলমগ্ন হলে প্রচলিত স্বর্ণা জাত থেকে বেশী এবং স্বাভাবিক (বন্যামুক্ত) পরিবেশে স্বর্ণার ন্যায় সন্তোষজনক ফলন দেয়ায় এটিকে জাত হিসেবে ২০১০ সালে চূড়ান্তভাবে ছাড়করণ করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট

- আকস্মিক বন্যায় জলমগ্ন সহনশীল জাত।
- কান্ড মজবুত তাই হেলে পড়ে না।
- গাছের উচ্চতা ৯০ সেমি।
- স্বল্প আলোক সংবেদনশীল।
- পাকা ধানের রং সাদাটে।
- চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের নিচু থেকে মাঝারি নিচু যা মোট জমির শতকরা ২০ ভাগ বর্ষাকালে আকস্মিক বন্যায় সম্পূর্ণ তলিয়ে যায় এবং ১-২ সপ্তাহ জলমগ্ন থাকে ফলে ধানের ফলন বন্যার তীব্রতা অনুসারে আংশিক থেকে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সব ক্ষেত্রে ব্রি ধান৫১ বীজতলা কিংবা চারা রোপনের এক সপ্তাহ পর ১০-১৫ দিন পানিতে ডুবে থাকলে চারা মরে না বিধায় ফলন কমে না।

জীবনকাল

বন্যামুক্ত পরিবেশে ১৪০-১৪৫ দিন এবং ১৪ দিনের আকস্মিক বন্যা কবলিত হলে ১৫৫-১৬০ দিন।

ফলন

উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে আকস্মিক বন্যায় ১০-১৫ দিন ডুবে থাকলেও ৪.০-৪.৫ টন/হেক্টর ফলন দিতে সক্ষম। বন্যা না হলে স্বাভাবিক ফলন হেক্টর প্রতি ৪.৫-৫.০ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজতলায় বীজ বপন :** ১-১৫ আষাঢ় (১৫-৩০ জুন) উত্তরাঞ্চল।
১৫-৩০ আষাঢ় (১-১৫ জুলাই) অন্যান্য অঞ্চল।

২. **চারার বয়স:** ৩০-৩৫ দিন।

৩. **রোপণ সময় :** ১-৩০ শ্রাবণ (১০ জুলাই-১৫ আগস্ট)।

৪. **রোপণ দূরত্ব :** ২৫ X ১৫ সেমি।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা :** (কেজি/বিঘা)

৫.১

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিংক
২০	১৫	৬.৫	৪.০	১.৫

৫.২ ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, রোপণের ২০-২৫ এবং ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। বন্যায় পানি সরে যাওয়ার ৭-১০ দিন পর জমি আগাছা মুক্ত করে সার প্রয়োগ করতে হবে।

৫.৩ বন্যার পরে ৩ কেজি এমপি সার প্রতি বিঘায় প্রয়োগ করতে হবে।

আরো তথ্যের জন্য :
পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর ১৭০১
ই-মেইল : dr@brri.gov.bd

অধিবেশন ২: মডিউল ২
ফ্যাক্ট শীট ৪৯

৬. **গাছ পরিস্কারকরণ ও আগাছা দমন:**

- বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর পানি দিয়ে ছিটিয়ে বা স্প্রে মেশিনের সাহায্যে গাছের পাতা ধুয়ে পরিস্কার করে দিতে হবে। তা না হলে পানি পড়াতে পাতা জুলে সাদা হয়ে যেতে পারে।
- বন্যার পানি সরে যাওয়ার ৭-১০ দিন পর জন্মজ আগাছা সহ অন্যান্য আগাছা এবং ধানের পচা পাতা পরিস্কার করে দিতে হবে।
- রোপনের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৭. **সেচ ব্যবস্থাপনা:** রোপণের পর থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকা প্রয়োজন। এ সময় খরা হলে অবশ্যই সম্পুরক সেচ দিতে হবে।

৮. **রোগ বালাই দমন:** অন্যান্য ধানের মতই বন্যা সহিষ্ণু জাতে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হতে পারে এবং তা দমনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯. **ধান পাকা ও কাটা :** শীষের আগা থেকে গোড়ার দিকে ৮০% ধান সোনালী রং ধারণ করলে ধান কাটতে হবে। সাধারনত ১০ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ন (২৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর) ধান কাটার উপযুক্ত সময়।

আরো তথ্যের জন্য :
পরিচালক (গবেষনা), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর ১৭০১
ই-মেইল : dr@brri.gov.bd

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
ফ্যাক্ট শীট: আমন ধানের জাত